দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 21 AUG 2015
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৩

সমাপনী পরীক্ষার নামে শৈশব 'ছিনতাই'

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাকে শিখন কেন্দ্রিক না করে পরীক্ষা কেন্দ্রিক করা হয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীরা আনন্দ পেতে এবং সৃজনশীল হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আর এই পাবলিক পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি তাদের অভিভাবকরাও মানসিক চাপের মধ্যে থাকেন। সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোচিং, অতিরিক্ত ক্লাসে মোটা অঙ্কের অর্থ খরচ হয়'। বেসরকারি সংস্থা গণস্বাক্ষরতা অভিযানের এক গবেষণা প্রতিবেদনে এই পরীক্ষার নেতিবাচক দিক তুলে ধরে পুরো প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কারের সুপারিশ করা হয়েছে। গত বুধবার শেরেবাংলা নগরস্থ এলজিইডি মিলনায়তনে সেমিনার কক্ষে এ প্রতিবেদন তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমানসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

■ প্রাথমিক শিক্ষা কেবলই পরীক্ষা কেন্দ্রিক
■ পরীক্ষা কেন্দ্রে ব্যাপক অনিয়ম

প্রতিবেদনে শিক্ষা সমাপনীর হল কেন্দ্রে নানা অনিয়ম তুলে ধরে বলা হয়, ৬০-৬৫ শতাংশ শিক্ষার্থী অপরের সাহায্য ছাড়াই পরীক্ষা দেয়। তবে যাদের জন্য সাহায্য দরকার ছিল তাদের জন্য সাহায্যের দ্বার উন্মুক্ত। পরিদর্শকরা পরীক্ষা হলে মোবাইল ফোন বহন করেন। মোবাইল ফোনে এসএমএস এর মাধ্যমে উত্তর সংগ্রহ করে প্রশ্নের উত্তর বলে দিয়ে বা ব্লাকবোর্ডে লিখে পরীক্ষার্থীদের সাহায্য করেন। পরীক্ষার্থীরা নিজেরাও দেখাদেখির সুযোগ পায়, সে সুযোগও করে দেন পরিদর্শকরা। শেষ ৪০ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা পরীক্ষার হলে অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। গণস্বাক্ষরতা অভিযান, শ্রেণিকক্ষে শিখনে জোরদান, সমাপনী পরীক্ষার উচ্চ প্রতিযোগিতামূলক চরিত্রে পরিবর্তন, সমাপনী পরীক্ষা জাতীয়ভাবে না করে স্থানীয়ভাবে আয়োজন, প্রশ্নপত্র প্রান্তিক যোগ্যতাভিত্তিক করার সুপারিশ করে।

শিক্ষা ব্যয় বিষয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যে পরীক্ষার্থীর শিক্ষার জন্য যত বেশি অর্থব্যয় করা হয়েছে সে সমাপনী পরীক্ষায় তত বেশি ভালো করেছে। আবার মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় আর শহুরে শিক্ষার্থীরা গ্রামের শিক্ষার্থীদের তুলনায় ভালো করেছে। অর্থাৎ যে পরীক্ষার্থী যত বেশি ঘণ্টা প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়েছে তার সমাপনী পরীক্ষার ফল তত বেশি ভালো হয়েছে।ভবিষ্যতে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা নেয়া যাবে কি-না এমন প্রশ্নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, বিষয়টি নিয়ে আরও আলাপ-আলোচনা প্রয়োজন। সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে আলোচনা করে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। গণস্বাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, পিএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছিল প্রাথমিকের বৃত্তির সমস্যা সমাধানের জন্য। কিন্তু একটি বৈষম্য দূর করতে গিয়ে অনেক বৈষম্য তৈরি হচ্ছে। আসলে আমরা আমাদের শিশুদের শৈশব কেড়ে নিচ্ছি কিনা তাই এখন ভেবে দেখার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পিকেএসএফ এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান বলেন, 'শিক্ষানীতিতে পিএসসি পরীক্ষা ছিল না। তারপরও নেয়া হচ্ছে। আমাদের বাচ্চারা কি সারা জীবন পরীক্ষাই দিবে? আসলে পিএসসি পরীক্ষা নিয়ে একটি ব্যবসা শুরু হয়ে গেছে।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব মেছবাহ উল আলম, এডুকেশন ওয়াচের প্রধান গবেষক সমীর রঞ্জন নাথ প্রমুখ।

দেশের ১৫০টি উপজেলা, থানা, পৌরসভার ৫৭৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর গবেষণা পরিচালনা করে প্রতিবেদন প্রকাশ করে গণস্বাক্ষরতা অভিযান।